* বিনিয়োগ, মোট বিনিয়োগ, নীট বিনিয়োগ —

কেইনসের মতে বিনিয়োগ হলো প্রকৃত মূলধনের বৃদ্ধি বা নতুন মূলধনী দ্রব্যের সৃষ্টি।

কোন নির্দিষ্ট সময়কালে মূলধন ভান্ডারের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ বলা হয়। বিনিয়োগ স্টকের ন্যায় নয় এটি একটি প্রবাহ। বিনিয়োগকে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে পরিমাপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি '0' সময় বিন্দুতে মূলধনের পরিমাণ K_0 হয় এবং '1' সময় বিন্দুতে মূলধনের পরিমাণ K_1 হয় তবে $(K_1 - K_0)$ হবে '0' সময় বিন্দু থেকে '1' সময় বিন্দু পর্যন্ত সময় কালে বিনিয়োগের পরিমাণ।

মোট বিনিয়োগ হলো কোন দেশের মোট প্রকৃত মূলধনের বৃদ্ধির পরিমাণ।
মোট বিনিয়োগ থেকে 'অবচয়' বাদ দিলে নীট বিনিয়োগ পাওয়া যায়।

নীট বিনিয়োগ = মোট বিনিয়োগ − অবচয়

* স্বয়ংভূত বিনিয়োগ — যে সমস্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত কোন অর্থনৈতিক চলরাশির (যেমন, সুদের হার, আয়স্তর ইত্যাদি) উপর নির্ভরশীল নয় তাকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলে। এ ধরনের বিনিয়োগ সাধারণত বিনিয়োগকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সাধারণত: সরকারী বিনিয়োগের চরিত্র স্বয়ংভূত ধরনের।

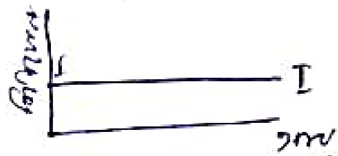

* প্রণোদিত বিনিয়োগ :- বিনিয়োগের পরিমাণ যদি আয়স্তর, সুদের হার বা অন্য কোন অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে সেই ধরনের বিনিয়োগকে প্রণোদিত বা উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়।

* মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কি?

কেইনসের ভাষায়, যে বাট্টার হারে কোন মূলধনী দ্রব্যের সমগ্র আয়ের বর্তমান মূল্য সেই মূলধনী দ্রব্যের পুনঃস্থাপন ব্যয়ের সমান হয়, সেই হারকে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলে।

* কাম্য মূলধন মজুত বলতে কি বোঝ?

- কাম্য মূলধন মজুত বলতে সেই পরিমাণ মূলধন মজুতকে বোঝায় যা কোন ব্যবসায়িক সংগঠনের ~~...~~ মুনাফা সর্বাধিকরণের জন্য ~~...~~ প্রয়োজন।

Keynes এর বিনিয়োগ তত্ত্ব অনুসারে কাম্য মূলধন মজুত নির্ধারিত হয় ~~...~~ যখন ~~...~~ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা = সুদের হার হয়। ~~...~~ ~~... মুনাফা সর্বাধিক হয় সেই পরিমাণকে মূলধন ... পরিমাণকে মূলধন মজুত বললে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা = সুদের হার হয়,~~ সেই পরি

* ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে?

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইনস ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। কেইনসের মতে কোনো দেশের মোট পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় দেশের প্রত্যাশিত জাতীয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয় ও মোট ভোগ ব্যয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক যে অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি, সেই অপেক্ষকটিকেই ভোগ অপেক্ষক বলা হয়।

যদি মোট পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় C এবং প্রত্যাশিত জাতীয় আয় Y হয় তবে লেখা যায়

$$C = f(Y)$$ — হলো ভোগ অপেক্ষক।

* গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার ধারণা দাও।

মোট ভোগ ব্যয়কে মোট আয় দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় গড় ভোগ প্রবণতা।

গাণিতিক ভাষায় গড় ভোগ প্রবণতা $= \frac{C}{Y}$, যেখানে C = মোট ভোগ ব্যয়, Y = মোট আয়

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $= \frac{\Delta C}{\Delta Y}$, যেখানে ΔC = ভোগব্যয়ের পরিবর্তন, ΔY = মোট আয়ের পরিবর্তন

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হলো মোট ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তন ও মোট আয়ের পরিবর্তনের অনুপাত।

* দেখাও যে MPC + MPS = 1

আমরা জানি জাতীয় আয় = মোট ভোগব্যয় + মোট সঞ্চয়

অর্থাৎ $Y = C + S$ [যেখানে Y = জাতীয় আয়, C = মোট ভোগব্যয়, S = মোট সঞ্চয়]

differentiating both side with respect to Y

বা, $\frac{dY}{dY} = \frac{dC}{dY} + \frac{dS}{dY}$

বা, $1 = MPC + MPS$

* ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী দুটি বিষয়ের উল্লেখ কর।

— ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী দুটি বিষয় হলো -

① সম্পদের পরিমাণ - সম্পদের পরিমাণ (প্রকৃত মূল্যে) যত বেশী হয় ভোগ প্রবণতা তত বেশী হয়।

② ভোগ্য দ্রব্যের শর্ত - ভোগ্য দ্রব্যের শর্তাদি (যেমন সুদের হার, কিস্তির শর্ত ইত্যাদি) যত সহজ হবে ভোগ প্রবণতা তত বেশী হবে।

* প্রদর্শন প্রভাব বলতে কি বোঝ?

- অনেক সময় লোকের ভোগ তাদের প্রতিবেশীর ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে। কখনো কখনো কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বেশি ভোগ করে শুধুমাত্র তার প্রতিবেশী সেই দ্রব্যটি ভোগ করছে বলে। অর্থাৎ অনুকরণ করার জন্য অথবা প্রদর্শন করার জন্য। ভোগের এই অনুকরণের দিকটিকে অধ্যাপক ডুসেনবেরী 'প্রদর্শন প্রভাব' বলেছেন।